ঊনবিংশ পুরাণ

স্বয়ম্বরাভাস-পর্ব্ব।

এ পুরাণ-গীত-গাথা করিলে শ্রবণ,
ভবিধবা-বিষয়ে হয় সূক্ষ্ম-দরশন।
মাতৃ-হীন করে লাভ জননী ধরায়,
সোদর-সহায়-হীন ভাই বন্ধু পায়।

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্র।

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

১লা বৈশাখ ১২৭৬।

উপক্রমণিকাধ্যায়ঃ

সকলেই অবগত আছেন, শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চারিযুগ বর্ত্তমান। তাঁহার প্রণীত অষ্টাদশ-পুরাণ, যাহার রচনা ভারতের যাবতীয় কবিকুলের অবলম্বন—যাহার কথাব্যতীত নূতন কথা কেহ কহিতে পারেন না—এবং যাহাতে বেদ স্মৃতি পুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্র সকল এবং যুদ্ধাদি ও লোকযাত্রা বিধান্যাদি সর্ব্ব-প্রকার বিদ্যা সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ও সকলের বিদিত আছে। যিনি সেই মহাভারতের রচয়িতা—যাঁহার রচনাশক্তি লেখক চূড়ামণি গণপতির লেখনীকে বিশ্রাম-লাভ করিতে দেয় নাই, কেবল মহাভারত রচনাতেই কি সেই মৃত্যুঞ্জয় বেদব্যাসের অতুলকল্পনা শক্তি ক্লান্ত ও অক্ষয় জ্ঞানরাশি পর্য্যবসিত হইয়াছে?—

মহাভারতের রচনার পর ভগবানের রচিত কোন গ্রন্থাদি পৃথিবীতে প্রচারিত না থাকাতে অনেকের মনে ঐরূপ সন্দেহাত্মক প্রশ্নের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সর্ব্বথা-মিথ্যা-সন্দেহ স্থায়ী হইবে কোথায়? ভগবান বেদব্যাস মহাভারতের পর কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—গণদেব কতই বা লিখিয়াছেন,—ব্যাসকূটের মর্ম্মাববোধে তাঁহাকে কতই চিন্তা করিতে হইয়াছে, কেবল মাত্র প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানবগণ দেবানুগ্রহ-ব্যতিরেকে তাহা কিরূপে জ্ঞাত হইবেন?

মহর্ষির কত নূতন-রচিত গ্রন্থ দেবর্ষি নারদ দেবলোকে, অসিত দেবল পিতৃলোকে, ও শুকদেব গন্ধর্ব্বাদিলোকে গান করিয়া তত্রত্য লোকদিগের কথাশুশ্রূষা চরিতার্থ করিতেছেন। সম্প্রতি, ভগবানের ঊনবিংশ পুরাণের এই একখণ্ড ভূলোকে উপনীত হইয়াছে। ঊনবিংশ পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হওয়াতে মহর্ষির লোক-দুঃখজ্ঞতা ও দীনদয়ালুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

—●●●—

জম্বুদ্বীপে মধুমান নামে একটী দেশ আছে। তত্রত্য জ্ঞানান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপন জ্ঞানান্ধতা মোচন করিবার মানসে যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবকুলকে পরিতুষ্ট করেন। সুপ্রসন্ন সুরগণ তাঁহার অভীষ্টসাধনার্থ মহর্ষি বেদব্যাসকে অনুরোধ করিলেন।

তদনুসারে, সত্যবতী-তনয় সেই সুরম্য দেশের অধিপতি অন্ধবঙ্গকে দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই পুরাণ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। ধৃতরাষ্ট্রেরই অন্যনাম অন্ধবঙ্গ। ঋষিরাজ, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী শূদ্রবংশোদ্ভব চিন্তাশীলের দ্বারা তাঁহাকে ইহা শুনাইবার মানসে, সেই মন্ত্রিবরের জিহ্বাগ্রে ইহার বীজ রোপিত করিলেন। তদবধি এই পুরাণ চিন্তাশীলের মুখ হইতে গল্পস্বরূপে বিনির্গত হইয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণ-পথে প্রবেশ-পূর্ব্বক ক্রমশঃ তাঁহার দর্শন-শক্তি উৎপাদিত করিতে লাগিল।

—●●●—

ঊনবিংশ পুরাণ।

স্বয়ম্বরাভাস পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।
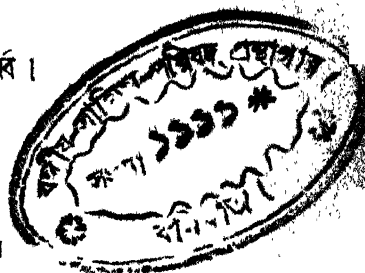
অধিভারতীর বিপদ।

"বিপদে পতিতা কৃষ্ণা, দুষ্ট দুর্য্যোধন
ছলে বলে করে বুঝি অভীষ্ট-সাধন।"
(অষ্টাদশ পুরাণ)

এক দিন চিন্তাশীল সভাসীন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, 'প্রভো! অদ্যকার নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য-সকল সমাপিত হইয়াছে; অতএব আদেশ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় কোন রমণীয় আখ্যা-য়িকা কীর্ত্তন করি। অন্ধরাজ আদেশ করিলে চিন্তাশীল কহিতে লাগিলেন,—

ভারত ভূমির উপরিস্থ অন্তঃ প্রদেশে এক অতি রমণীয় পুরী আছে। তাহা অধিভারতীর বাস-নগরী। নগরীর নাম আর্য্যপুর। তাদৃশ সুসমৃদ্ধ পুরী পৃথিবীর কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। নর-জীবন এবং শস্য-সম্পত্তি তাহার সেই সমৃদ্ধির কারণ। পুরীর চারিদিকেই সুদৃঢ় বপ্রশ্রেণী বিরাজমান আছে। আহা! তত্রত্য উদ্যান শৈলাদির হরিৎশোভা সকলেরই মনো হরণ করে।

কোন সময়ে দেবী অধিভারতীর শোচনীয় বৈধব্যদশা সংঘটিত হয়;—তাঁহার প্রাণাধিক ভর্ত্তা 'আর্য্য-স্বামী', যাবনিক হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। যাবনিক, যবনদিগের অধিদৈত্য। তখন সেই দুরাচার, দেবীর রম্যপুরের ও সন্তানগণের সাতিশয় দুরবস্থা করিয়া রত্ন-রাজি লুণ্ঠন করিয়া লয়। পরন্তু প্রকৃতিদেবী অধিভারতীর হরিদ্ভাণ্ডারে এরূপ সম্পত্তি নিধান করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐ সকল ধনাপচয়েও নগরীর বিশেষ অসমৃদ্ধতা ঘটে নাই।

কিছুকাল পরে দেবীপুত্রেরা তাহাদের পিতৃ-হন্তা যাবনিকের সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। যাবনিক ক্রমে ব্যসন-নিমগ্ন হইয়া এমনই হীনবল হইয়াছিল যে, এই ছেলেঝগড়াতেই তাহার নিশ্চয় বিনাশের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল।

ইহার কিছু পূর্ব্বাবধি 'সেণ্টজর্জ,' 'সেণ্টডেনিস' প্রভৃতি বান্ধব্য দেশাধিষ্ঠাতারা আপনাপন অনুচরদিগকে আর্য্যপুরে পাঠাইয়াছিল। আর্য্যপুরের বায়ুকোণস্থ

নভোদেশবাসী দৈত্যদিগকে বায়ব্য, পারসিক, বা পবন-সম্ভব বলিয়া বর্ণনা করা যায়। উক্ত সেন্টেরা, প্রেরিত অনু-চরদিগের দ্বারা দেবীর রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য-সহ স্বামি-হীনতার বিষয় অবগত হইয়া বিধবা-বিবাহে তাঁহাকে লাভ করিতে মনন করিতে লাগিল। সেন্টদ্বয় যেরূপ ক্ষমতাপন্ন তেমনি চতুর। আর্য্যপুরে যাবনিকের সহিত দেবীপুত্রগণের যে ঝগড়া হইতে ছিল, তাহাতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের সাহায্য অথবা বিপক্ষতা করণ দ্বারা আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে অল্পে অল্পে তথায় তাহাদিগের ক্ষমতা জন্মিতে লাগিল। চতুর-চূড়ামণিদ্বয় এই মনে করিয়া একেবারে বল-পূর্ব্বক ক্ষমতা-গ্রহণে ক্ষান্ত ছিল যে, তাহা করিতে গেলে অধি-ভারতীর সন্তানগণ ও যাবনিক তাহাদিগকে আপনাদিগের সাধারণ শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া সঙ্কট উপস্থিত করিবে। চতুরেরা এই রূপ পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া চলাতে যদিও কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগের ক্ষমতা বিস্তারে বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারিল না। সেন্টডেনিস্ কিছুকাল বিলক্ষণ কৃত-কার্য্য হইল। আর্য্যপুরের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সমুদায় অংশই তাহার ক্ষমতাধীন হইয়া গেল। কিন্তু তাহার চিরশত্রু দায়াদ সেন্টজর্জ কয়েক জন বলিষ্ঠ কর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা, আর্য্যপুরের পূর্ব্বভাগ, যাহাতে স্বর্ণদী ত্রিধারা

বাহিনী হইয়া সাগরমুখী হইয়াছেন, তাহার সহিত ডেনিসের আয়ত্তীকৃত দক্ষিণ অঞ্চলও হস্তগত করিয়া ফেলিল। ইহাতে ডেনিস্ যে অবমানিত হইল, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। সে আর্য্যপুরের অধ্যক্ষতা গ্রহণ চেষ্টায় একবারেই ক্ষান্ত হইল।

এস্থলে সেন্টদ্বয়ের বীরত্ব, ব্যবহার, ও ধর্ম্মনীতির বিষয় কিছু নির্দ্দেশ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিধবা সতী পতি-বিরহে ও পুত্রগণের নিগ্রহ-দর্শনে সম্মুখে আকুলতা প্রকাশ করিয়া রোদন করিতেছে; তখন কোন্ ধর্ম্ম-সেবী বীরপুরুষ সতীর পুত্রগণের নিগ্রহকারীকে তাড়না না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? আর কোন্ বীরই বা তৎকালে তাঁহার প্রতি অসদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিষয়াদি আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারে? ধার্ম্মিকম্মন্য সেন্টদ্বয় এসকলের কিছুতেই ক্ষান্ত হন নাই।

যাহা হউক, সেন্টজর্জ্জ আর্য্যপুরের প্রায় সমস্ত ভাগেই ক্রমশঃ কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন করিয়া উঠিল। আর পুত্রগণ-সহ অধিভারতী তাঁহার একান্ত আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু ক্ষমতালাভে জর্জ্জ গর্ব্বিত হইতে লাগিল—জর্জ্জের কর্ম্মচারীরাও অহমিকাভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের কয়েকজন দেবীর পুত্রগণের গুরুতর অবমাননা করায়, তাহারা ছেলেমানুষ হইয়াও ঝগড়াতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু নগরীর পূর্ব্ব, দক্ষিণ,

ও পশ্চিমবাসী দেবীপুত্রেরা এই ঝগড়ায় লিপ্ত হয় নাই। ঝগড়ার প্রাবল্য-দর্শনে সেণ্টজর্জের আর্য্যপুরস্থ কর্ম্মচারিগণ অতিশয় শঙ্কিত হইল। তাহার প্রধান প্রধান নগ্দী, লাঠিয়াল, ও পাইকেরা যখন মারা পড়িতে লাগিল, তখন জর্জও অতিশয় ভীত হইল—পাছে তাহার চিরসঞ্চিত আশায় বিফলতা সংঘটিত হয়। দেবীপুত্রেরা শিশু ও এক প্রকার মূর্খ, তাহাদের বিজ্ঞতা বা তাদৃশ শান্তিময় গুণগ্রাম জন্মে নাই; সুতরাং তাহারা যে জর্জের হতভাগ্য কর্ম্মচারিগণকে সপরিবারে নিপীড়িত করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদের মূর্খতা-ব্যতীত গুরুতর নিন্দা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঝগড়া থামাইয়া জর্জের লাঠিয়ালেরা যে দেবীর রম্যতর উপবন সকলের দারুণ দুরবস্থা ও পুত্রগণের ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সাধিত করিয়াছিল, তাহাতে বিজ্ঞম্মন্য জর্জের অবশ্যই নিন্দা করিতে হয়।—কত শত পল্লীর সমুদায় দেবীপুত্রগণ একেবারে নিহত হয়,—কতবৃক্ষবাটিকা একেবারে বিধ্বংসিত হয়—এ সকল জর্জের সুসভ্য বৈরনির্য্যাতন! যাহা হউক, ঝগড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর জর্জ অধিভারতীর পুত্রগণের ছড়ি লাঠী সমুদায় কাড়িয়া লইল, এবং চারি দিকের আট ঘাট বন্ধ করিয়া আপনার ক্ষমতা দৃঢ়তর করিল।

জর্জ বুদ্ধিমান ও সকল কার্য্যে সুদক্ষ বটে, কিন্তু দেবীর সন্তান-গণের ঠেঙ্গা লাঠী কাড়িয়া লওয়া তাহার

ভাল কাজ হয় নাই। এই কার্য্য দ্বারা সে চিরকাল তাহাদিগের অমিত্র হইয়া থাকিবে, কখন স্বজনতা লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ ঠেঙ্গা লাঠী কাড়িয়া রাখিলেই চিরকাল ঝগড়া থামিয়া থাকে না। কালে অতি দুর্ব্বলও সবল হইতে পারে।

নয়নের অগোচর পরমাণু সমূহে বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিব্যাদি পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে; আর সময় ও অবস্থার সুযোগে পরমাণুদিগের সংহতি ঘটাও আশ্চর্য্য নহে, বিপ্রকর্ষণের স্থলে একবার যোগাকর্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেই হয়। মহারাজ! ঐ দেখুন অতলস্পর্শ বারিধির এক স্থানে রাশি রাশি প্রবালকীট সমাগত হইয়া হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা মকরকুম্ভীরাদি ভীষণ যাদোগণের বিনাশ-সাধন করিল—আর তথায় সাগরের সম্পর্কও দৃষ্ট হইতেছে না! আবার ঐ দেখুন! যে সূক্ষ্ম বালুকা রাশি অতি অল্পমাত্র মারুত হিল্লোলে ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া দিগ্বিদিক গমন করিত সেই লঘুতম বালুকাই সমুদ্র তলে পড়িয়া অগাধ জল রাশির চাপে পরস্পর সম্মিলিত সংহত এবং প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইয়া যাইতেছে! —এই বলিয়া চিন্তাশীল কহিলেন আখ্যায়িকার একভাগ শেষ হইল, অতএব প্রভুর আদেশ হইলে অদ্য এই স্থলেই বিরাম করি।" ধৃতরাষ্ট্র তথাস্তু বলিয়া অনুমতি করিলে সে দিন যথারীতি সভা ভঙ্গ হইল।

—•••—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—●●●—

পবন-সম্ভবদিগের বরসজ্জা।

—●○●—

" নিপীড়িতা সীতা সতী অশোক কাননে;
তাঁহার প্রণয়-আশা রাবণের মনে!
(অষ্টাদশ পুরাণ)

মন্ত্রিবর দ্বিতীয় দিবস যথাপূর্ব্ব সভাসীন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন,—

"দেব! আর্য্যপুরের কলহ-শান্তি হইলে সেন্টজর্জ্জ, সেন্টডেনিস্, ও অপর একজন পবন-সম্ভব 'সেন্ট নিকোলস্' পৃথক পৃথক মনে করিল—এখন অধিভারতীর স্বামি-শোক বহুদিনের হইল অতএব বিগত হইয়া থাকিবে; তাঁহার পুত্রগণের কলহাদি-জনিত উদ্বেগেরও শান্তি হইয়াছে; তিনি শচীর ন্যায় অনন্ত যৌবনা—বয়স ঠিক পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে—শরীরের লাবণ্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই;—এমন অবস্থায় বিধবাবিবাহে তাঁহার অসম্মত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

সেন্টজর্জ পূর্ব্বাবধি স্থির করিয়াছিল, "আমিতো দেবীকে হস্তগতই করিয়াছি, তবে আমাকে দেবীর স্বামী বলিয়া তিনি ও অন্যান্য লোকে স্বীকার করিলেই হইল।" তদনুসারে এই নিরুপদ্রব অবস্থাতেই সে আপন উদ্দেশ্য সাধিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং দেবীর মন আকর্ষণার্থ বেশ ভূষা সমাধান পূর্ব্বক সিংহ বাহনে আরূঢ় হইয়া দেবীর প্রিয়াবাস মধ্য উপবনে ভ্রমণ করিতে গমন করিল। তথায় তাহার হস্তস্থ সুদীর্ঘ উজ্জ্বলতর শেল, শরীরোপরিস্থ সুবর্ণ কনক কবচ, ও মস্তক-পরিহিত রত্ন-মুকুট চারি দিকে বিভা-বিস্তার করিতে লাগিল। জর্জের গ্রীবাদেশ সম্মুখ হইতে পার্শ্বের দিকে ফিরান, তাহাতে লঘুভাষিতা এবং অন্যান্য প্রকার মুখ-ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্য ও অহঙ্কারিতা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছিল। তাহার অনুচর সারমেয়ের গম্ভীর-নাদে সমস্ত প্রদেশে ভয়-সঞ্চার হইতে ছিল।

সেন্ট ডেনিস্ পূর্ব্বে একবার কতক কৃতকার্য্য হইয়া পরে বিফল-প্রযত্ন হয় বটে, কিন্তু সুযোগ দেখিতে ছিল; কোন্ সময়ে দেবীর প্রণয়-সঞ্চারণার চেষ্টা করে। সেও ইহাকে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিল। অনন্তর মস্তকে মণিময় মুকুট, গলদেশে শোভাস্পদ আরক্ত সরোজ-মালা, শরীরে তড়িৎপ্রভ লৌহ-বর্ম্ম পরিধান করিল এবং দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ শেল ও বাম হস্তোপরি স্বীয় প্রিয়-পাখী শ্যেনটীকে গ্রহণ করিল। তৎপরে ঈগল-বাহনে আরো-

হণ পূর্ব্বক স্বাভাবিক-স্মিত মুখে বন্নবেশে আর্য্যপুরের পূর্ব্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার স্বভাব কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার—দৃষ্টি কিছু কুটিল—প্রকৃতি কামিনী-রঞ্জন তরলতায় পরিপূর্ণ—শরীরের হেলন দোলন ও সেই ভাবের ব্যঞ্জক—আর কথা বার্ত্তায় রণপ্রিয়তা ও বহুভাষিতা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

সেণ্ট নিকোলস্ পূর্ব্বে কখন আর্য্যপুরে পদার্পণ করে নাই ও তেমন লোক জনও পাঠায় নাই বটে, কিন্তু অপরাপর পাবনিক লোকদিগের নিকট দেবীর মোহিনী মূর্ত্তির বিষয় অবগত হইয়া আর্য্যপুরে আসিতে এবং দেবীর প্রণয়-ভাজন ও বিষয়াধিকারী হইতে একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। সে দেবীর সৌন্দর্য্যের কথা কেবল শ্রবণই করে নাই—তাঁহার হরিদঙ্গের লাবণ্য নিকোলসের নয়নেও অভিদীপিত হইয়াছিল।

অনেকে মনে করিতে পারেন, অধিভারতী বিধবা হইয়াছিলেন, সুতরাং তখন তাঁহার রূপ-লাবণ্য ম্লান হইয়া যাওয়া উচিত; তবে সেণ্টনিকোলস্ প্রভৃতিরা কিরূপে দেবীকে সৌন্দর্য্য-ময়ী দেখিতে লাগিল? গুরুতর শোক-সময়ে বাস্তবিকই সৌন্দর্য্য হানি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল করুণশীল ব্যক্তির অন্তঃকরণই ক্লেশিত হয়, ও তিনিই সে হানি অনুভব করেন। কামুকেরা তাহা অনুভব করে না। হরণ-কালে রামপ্রিয়ার রূপ লাবণ্য কি রাবণের নয়নে ম্লানতর বোধ হইয়াছিল?

শোক-সময়ে সুন্দরীর সুষমা কামুক চক্ষে বরং অধিকতরই বোধ হয়।

সেণ্টনিকোলস্ অধিভারতীর রূপগুণাদিতে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিল যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—'অন্ততঃ আর্য্যপুরে সংলগ্ন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তাহাতে বাস করিয়া অধিভারতীর দর্শনে সুখী হইব।' নিকোলস্ দেবীর প্রতি এইরূপ আকৃষ্ট-মনা হইয়া তাঁহার মন আকর্ষণার্থ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বরবেশে আর্য্য-পুরে যাইবার সজ্জা করিতে লাগিল। তৃতীয় দৈত্যের রূপাদি জর্জ ও ডেনিসের হইতে প্রায় সম্পূর্ণই ভিন্ন। ইহার শরীর, মুকুট, ও পশুচর্ম্মময় কবচ সকলই লোমশঃ—গৃধ্র বাহন, লম্বমান সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি, বিশালতর উদর, প্রকাণ্ড-শরীর, ও বিস্তীর্ণ বদন-ব্যাস দর্শন করিলে সহজেই মনে ভয় সঞ্চার হয়। তাহাতে আবার দীর্ঘতর বহুদ্বয় দুই পার্শ্বে গরুড়-পক্ষের ন্যায় বিস্তৃত, ও দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড গদা আস্ফালিত হওয়াতে বোধ হয় যেন কৃতান্ত স্বয়ং দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান রহি-য়াছে। ইহার অনুচর শ্বেত-ভল্লুক পশুটীও সামান্য ভীষণাকার নহে। ফলতঃ নিকোলসের বেশভূষা বাহনাদি দর্শন করিলে, বালক ও রমণীগণের কথা দূরে থাকুক, প্রৌঢ় পুরুষেরাও ভয়ে পলায়ন করে। নিকোলস্ এইরূপ বেশে সজ্জিত হইয়া আর্য্যপুরের দিকে যাত্রা করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুরীর বায়ুকোণে আসিয়া উপনীত হইল।

ফলতঃ ক্রমে তিন জনেই যথাযোগ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইল। সেন্টেরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল, অধিষ্ঠাত্রী বিধবা বিবাহে সম্মত হইয়া স্বয়ং বরণ করিতে পারেন। এখন তাহারা আর্য্যপুরের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে স্বয়ম্বরপুর মনে করিল।

তাহারা কোকিল-কলহংসাদি বিহঙ্গকুলের কলরবকে স্বায়ম্বরিক সঙ্গীত, ময়ূরময়ূরীর নৃত্যকে রত্নালঙ্কার ভূষিত নটনটীর নৃত্য, সরোবরাদির তরঙ্গধ্বনি ও বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর শব্দকে বাদিত্রবাদন মনে করিল। পুষ্প-রেণুবাহী-মলয়ানিল তাহাদিগের নিকট আতর-গোলাপ-ময় স্নিগ্ধ-সমীরণ, বৃক্ষলতিকার কুসুমরাজি উৎসবীয় পুষ্পমালা, এবং বৃক্ষপল্লব সকল স্বায়ম্বরিক চূতপল্লব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। গৈরিকরক্ত ও হরিৎপল্লবে সমাচ্ছন্ন সমুন্নত ভূখণ্ড সকল হরিদ্রঞ্জিত লোহিত আস্ত-রণে সমাবৃত বেদী বোধ হইল। এই সকলে দেবীর স্বায়ম্ব-রিকভাব পবনসম্ভবদিগের অন্তঃকরণে সুদৃঢ় প্রতীত হইয়া গেল। তাহারা এক্ষণে ক্রমে এক এক বেদীতে আরোহণ করিয়া দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সেন্ট জর্জ ভাবিল, 'ডেনিস্ ও নিকোলস্ আমার প্রতিযোগী—আমরা তিন জনে একমাত্র রত্নের প্রার্থ-য়িতা—সেই রত্ন আবার গুণ দোষ বিবেচনা করিয়া আমাদের অন্যতমকে আশ্রয় করিবে, এমন স্থলে প্রতি-যোগী ডেনিস্ ও নিকোলস্ হীন গুণ ও কুরূপ হইলেই তো

স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু প্রতিযোগিদ্বয় আমা অপেক্ষা যেমন কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট, তেমনি অন্যান্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ ডেনিস্ তাহার নবীনা পাণিগৃহীতী আল্‌জিরার প্রতি যে সদয় স্বামিধর্ম্ম পালন করিতেছে তাহা, এবং নিকোলসের শারীরিক শৌর্য্য-বীর্য্য দেবীর মন আকর্ষণ বিষয়ে বিলক্ষণ কার্য্যকর হইবার সম্ভাবনা। শারীরিক শৌর্য্য ও পরিগৃহীতীর সুপালন রমনীগণের প্রণয় সঞ্চারণায় বিশেষ কার্য্য-সাধক হইয়া থাকে। এমত স্থলে কৌশল পূর্ব্বক ইহাদিগকে তাড়াইতে পারিলেই ভাল হয়। তখন একমাত্র গ্রাহকে গ্রহীতব্য অবশ্যই সুলভ হইয়া পড়িবে।' জর্জ এই ভাবিয়া সেন্টনিকোলস্ ও সেন্টডেনিসের নিকটতর হইয়া বসিল এবং সভ্যোচিত পরস্পর নমস্কারাদি সম্পন্ন হইলে জিজ্ঞাসা করিল,—

'তবে, এখানে কি মনে করিয়া মহাশয়দিগের আগমন?'

নিকোলস্ ও ডেনিস্ উত্তর করিল—'আপনি যাহা মনে করিয়া।'

জর্জ। 'আমি যাহা মনে করিয়া, মহাশয়দিগের তাহা মনে করিয়া আসা কি রূপে?—আমি তো পত্নী অধি-ভারতীর বিষয়াদি রক্ষণার্থ তাঁহার ভবনে আসিয়াছি।

ডেনিস্ ও নিকোলস্।—'অধিভারতী তো সম্বরণে মহাশয়ের ভাবি-পত্নী?—তাহা হইলেই হইল।'

জর্জ।—'কি বলিলেন ?—অধিভারতী আমার ভাবি-পত্নী ? আমি শতাধিক বৎসর তাঁহার পাণি-গ্রহণ করিয়াছি, তিনি আমার ভাবিপত্নী ! কি আশ্চর্য্য কথা !!'

ডেনিস্।—'না, এমন আশ্চর্য্য নয়। পাণি গ্রহণতো মনে মনে ! তাহা হইলে আমি আগে।'

জর্জ—'মনে করার কথা নয়। আমি বহুকাল তাঁহার প্রাণিগ্রহণ করিয়াছি, এবং ঐ সুদীর্ঘকাল অধিভারতীকে স্বামি ধর্ম্মে সুপালিত করিয়া আসিতেছি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

নিকোলস্।—'আপনি অধিভারতীর স্বামী বা দেওয়ান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হউন, সে তর্কটা থাক। সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য এই, ভারতীর প্রতি আপনকার স্বামি ধর্ম্মের সুপালন তো আপনার অন্যান্য পত্নী 'আইরিয়া', 'নিউ জিলিয়া' এবং 'প্রাচীনআমিরার' মত ? উহাঁদের প্রতি আপনার যে স্বামিধর্ম্ম, তাহা নিপীড়নে ক্রমশঃ জর্জ্জরীকরণ বা একেবারে সাক্ষাৎ বিনাশন। অধিভারতীর প্রতি ইহার কোন্‌টা ?'

জর্জ।—'আপনার নিজের যেরূপ স্বামিধর্ম্ম, তাহাতে ওরূপ বলা আশ্চর্য্য নহে। ক্ষীণজীবিনী 'পোলাণ্ডীয়ার' কি দুরবস্থাই করিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণ স্নেহময় মাতৃ-দর্শন হইতেও অন্তরীকৃত হইয়াছে। আপনিই তো আর কয়েক জনকে লইয়া তাঁহার বৈধব্য সংঘটন করেন।'

নিকোলস্।—'প্রগল্‌ভা বিদ্রোহ-কারিণীর শাসন অ-

ন্যায্য নহে। আমি যদিও পোলাণ্ডীয়ার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত শাসন করিয়াছি, তথাপি মহাশয়ের আমিরার মত নয়। আমিরার দোষ এই যে, তাঁহার সন্তানেরা দুর্ব্বল ও মূর্খ; এবং নগরী সকল প্রকৃতি প্রসাধিকা দ্বারা রত্ন রাজিতে বিভূষিত ও ধনপতি কুবের দ্বারা সমৃদ্ধীকৃত। নিউজিলিয়াও তদ্রূপ অপরাধিনী। আইরিয়ার দুর্ব্বলতাই তাহার গুরুতর অপরাধ।

জর্জ।—'সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্ণয়ে, পরদোষেক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ'—আপনি যে 'শিখিয়া' দানবীকে বলাৎকারে গ্রহণ করিলেন, সে কেমন সৎকার্য্য। তাঁহার বিষয়ে স্বামি-ধর্ম্মের চমৎকার পালন হইতেছে!'

নিকোলস্। 'আমি তাঁহার স্বামী হইয়াছি, আপনাকে কে বলিল? আমি তাঁহার সন্তানগণের বান্ধবোচিত উন্নতি-চেষ্টা করিতেছি, সেই চেষ্টা সংসাধনার্থ কাজেই কিছু কিছু স্বামি-ভাব ধারণ এবং ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থাদিও গ্রহণ করিতে হইতেছে। উপদেশেই হউক আর ক্ষমতা প্রয়োগেই হউক, মূর্খদিগের সুশিক্ষা-বিধান করা ক্ষমতাশালী মহাত্মাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।'

জর্জ।—'তাতো বটেই,—আপনি কোন ক্রমে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা অমনি ভাজার খোলা হইয়া উঠে; অপরে ভাঙ্গিলে কিন্তু, হাঁড়িটা নষ্ট হইয়া যায়। স্বীয় নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন সময়ে লোকের বাক্-বৈদগ্ধী কতই বৃদ্ধি পায়! ঐরূপ করিয়া বলিলে আমার মুখও কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না।'

নিকোলস।—'পারে না বটে, কিন্তু আপনার ক্ষমতা প্রয়োগের কথায় লোকে কিছু টীকা কাটে। তাহারা কহে, আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ, একেবারে মারিয়া ফেলিয়া ভাল করা। আপনিও এই টুকু ভিন্ন করিয়া আমার মত কহিতে পারেন। ইচ্ছা হয়, সমান করিয়াই বলুন।'

জর্জ।—'মারিয়া ফেলিতেই আমার ক্ষমতা-প্রয়োগ কোথায় দেখিলেন? আপন দোষে মরিলে কে বাঁচাইতে পারে?'

নিকোলস্।—'সর্ব্বত্রই দেখিতেছি; কেবল যেখানে ঘটিয়া উঠে না, সেই স্থানটীই বাদ। নিউজিলিয়া প্রভৃতির কথা এই মাত্রই না বলিলাম?—আর আপন দোষে মরিতে গেলে, কর্ত্তৃপক্ষ, বোধ হয়, বাঁচাইতে পারেন।'

জর্জ।—'এসকল অন্যায় তর্ক। ভাল, সেণ্ট ডেভিসই বা কিরূপে আমার ভর্ত্তৃ-ধর্ম্মের নিন্দা করিলেন? যাহার আপনার গাত্রে ক্ষত থাকে, সে অন্যের গাত্রের ক্ষত সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা; আজি সেই সিদ্ধবাক্যের একটী ব্যভিচার-স্থল প্রাপ্ত হওয়া গেল। যাঁহার আপনার ঘর অসামাল, ধর্ম্মপত্নী মধ্যে মধ্যে তুমুল বিবাদ উত্থাপিত করেন—যে বিবাদে একবারে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী সকল কম্পমান ও ব্যতিব্যস্ত হয়; তিনিই পরকীয় স্বামি-ধর্ম্ম নিন্দা করিতে শতাননঃ—

সুসঙ্গত বটে। উহাঁর নবপত্নী আল্‌জিরাও সামান্য বিবাদ করেন নাই! পত্নী-দ্রোহ সৎস্বামিতার ফল, অদ্য শিখিলাম।'

ডেনিস্‌।—'আমি আপনাকে সৎস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করি নাই। সে কথাটা না হয় যাউক। আপনিই 'সহস্রাক্ষদৃশঃ' বলিয়া কি বলিলেন না? মহাশয়ের আইরিয়া তো কুশাসন কাহাকে বলে, জানেন না! স্বামি-সহ কখন ঝগড়াও করেন নাই!—পতির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কয়েকবার আমার নিকট সাহায্য প্রর্থনাও করেন নাই!।—কিন্তু বোধ হয়, এটা মনে আছে যে, আমি সাহায্য করিতে যাইবায় সমুদায় আয়োজনও কয়েকবার করিয়াছিলাম, মহাশয় সেই২ সময়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। নিউজিলিয়াও সুপালিত হওয়ার বড় পরিচয় দিতেছেন! কেবল প্রাচীন আমিরাই বিশেষ করিয়া পরিচয় দেন নাই।—দিবেনই বা কি করিয়া?—বাঁচিলে তো?—আর জীবত অবস্থাতেই বা কেমন করিয়া দেন?—দুর্দ্দান্তশার্দ্দূলের গৃহীতা ক্ষীণ-প্রাণা কুরঙ্গী স্বামি-বিরুদ্ধে কি অঙ্গোত্তোলন করিতে পারে? আমার বিরুদ্ধে মহিষী ও আল্‌জিরা যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার অসৎস্বামিতার তত পরিচারক নহে। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের বিবাদটা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াই থাকে। আল্‌জিরার বিবাদের শেষফল দেখিয়া

সূক্ষ্মদর্শীরা অবশ্যই বুঝিয়াছেন, তিনি সুপালিতা হইতে ছিলেন কি না। সুপালিতা না হইয়া যদি ক্ষীণতনু হইতেন, তবে সেই ঝগড়ার পর অক্ষতশরীরে জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। ও দিকে ঝগড়া করিয়া আপনার নিউজিলিয়াকে দেহ-লীলা সম্বরণ করিতে হইতেছে—ইহাতে তাঁহার জর্জ্জরীভূত হওয়াই সপ্রমাণ হয়, জর্জ্জরীভাব কুপালনেরই ফল, আপনিও স্বীকার করিবেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, তিনি পিপীলিকা হইয়া যে স্বামী মৃগরাজের সহিত বিবাদ করিতে সাহস করিয়াছেন, তাহা কেবল নিপীড়নের চরম সীমায় মরা কামড়ানি মাত্র।"

সেন্ট জর্জ্জ, নিকোলস্ ও ডেনিস্ উভয়কে তাড়াইবার উদ্‌যোগ করাতে, সমান শত্রুতায় তাহাদের দুই জনের পরস্পর সপক্ষতা ঘটিয়া উঠিল। তদনুসারে সেন্ট-নিকোলস্ ডেনিসের পক্ষে জর্জ্জকে কহিতে লাগিল।

'ডেনিসের পূর্ব্বতন স্বামিধর্ম্ম যদিও নিন্দনীয় ছিল বটে, তথাপি তজ্জন্য ইহাঁর বর্ত্তমান গুণগ্রামের নিন্দা করা ন্যায্য হয় না। রসাল-ফল অপক্কাবস্থায় বিষম অম্ল থাকে, তাহা বলিয়া কি তাহার পক্কদশার মধুরতার নিন্দা করা যাইতে পারে? কাহারও দোষগুণের বিচার করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বতন ভাব পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানভাব ধরিয়াই বিচার করা উচিত। দেখ, ডেনিসের বর্ত্তমান স্বামিধর্ম্ম সর্ব্বত্রই প্রশংসিত ও তিনি

প্রধান স্বামি-ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া উদ্ঘোষণা হইতেছে। তাঁহার পরিবারেরা পরম সুখে উন্নতি পথে গমন করিতেছে। এদিকে মহাশয়ের ভর্তৃধর্ম্মের যশঃ নবআমিরার পুত্রগণ অনেক দিন হইল, গাইয়া রাখিয়াছে। পিতার এমনি গুণ যে, তাঁহার সুশিক্ষিত সন্তানেরা তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া দিল, এবং চিরকালের জন্য তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া রহিল!'

নিকোলস্ যে নবআমিরার কথা কহিলেন, তিনি প্রাচীন আমিরার অনুজা সহোদরা। যাহা হউক, জর্জ নিকোলসের কথায় উত্তর করিলেন;—

'এরূপ ঘটনা কি সন্তানের দোষে হইতে পারে না? কত কুসন্তান বিনা দোষে পিতাকে যাতনা দিয়া তাড়াইয়া দেয়!'

নিকোলস্।—'কোথাও কোথাও দেয় বটে, কিন্তু এখানে যে পিতারই দোষ, তাহা জগদ্বিখ্যাত। বিশেষতঃ এখানকার সন্তানেরা সুশিক্ষিত, তাহারা কি আর সামান্য দোষে পিতাকে তাড়াইয়া দিল। অধিকন্তু মূর্খতাদি দোষ বশতঃ সন্তানেরা পিতাকে যে তাড়াইয়া দেয়, সে স্থলেও প্রতিপালক পিতারই দোষ স্বীকার করিতে হয়।'

সেন্ট জর্জ নিকোলসের প্রত্যুত্তরে হারি বোধ করিয়া রাগিয়া উঠিল। তখন সুতরাং অন্যায় উত্তরও করিতে লাগিল, সে কহিল—

'ধান ভানিতে শিবের গীত!—কোথায় স্বামি-ধর্ম্মের কথা, কোথায় পিতাপুত্রের বিরোধ! আচ্ছা, নিজের বিষয়ে কিছু বলুন দেখি, পরিবারস্থ দুর্ব্বল সন্তানগণকে বলিষ্ঠদিগের দাস করিয়া রাখা কিরূপ ন্যায্য-ব্যবহার?'

নিকোলস্।—'এখানে তো পিতাপুত্রের বিরোধেরই কথা হইতেছিল, সুতরাং পিতাপুত্রের বিরোধের কথা বলা আমার গুরুতর অসঙ্গত নির্দ্দেশনা হইয়াছে। যাউক, তাহাতে আর কাজ নাই। আমার দুর্ব্বল সন্তান-গণ যে বলিষ্ঠদিগের দাস, তাহা এখন তো আর নাই; সুতরাং এখন আমি আর তদ্বিষয়ে নিন্দনীয়ও নহি; সুসাধু ডেনিসের কথাতেই ইহা একরূপ বলা গিয়াছে। এ বিষয়ে একবার নিজের দিকেও দেখা উচিত, নি-জের দুর্ব্বল সন্তানগণের একটা কুঁড়ে ঘরও নাই। তাহারা সকলেই মজুর বিশেষ, বলিষ্ঠেরা তাহাদিগের এক প্র-কার রাজা। সুতরাং আমারই দোষটা বেশী হইতেছে, যেহেতু আমার দোষ বিগত ও মহাশয়ের বর্ত্তমান!

পুনঃ পুনঃ হারিবোধ হওয়াতে জর্জের যে অপনার ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা মনে হইল। তখন সে তর্ক সময়ের রাগ বেশী হারির কারণ বুঝিয়া স্বীয়-গাম্ভীর্য্য গুণে তাহার দমন করিয়া ফেলিল। পরে কহিল,—

'আচ্ছা, আপনি যে ডেনিসের পক্ষে এত তর্ক-বিতর্ক করিলেন, বলুন দেখি,—তাঁহার অনাত্মীয়া ও মেক্সিকীয়া গ্রহণের চেষ্টা কেমন ন্যায্য?'

নিকোলস্।—'যদি অনাত্মীয়া গৃহীতা হইয়া আল্‌জিরার মত পরিপালিতা হন, তবে মন্দ কি? আর মেক্সিকীয়া গ্রহণের চেষ্টা অন্যায্য বলিয়া ডেনিস্ আপনিও স্বীকার করেন। তথায় যেমন কর্ম্ম তেমনি ফলও পাইয়াছেন।'

চিন্তাশীল এই পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ নভোমণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করত ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিলেন। তাঁহার আরক্ত ফুল্ল গণ্ডদেশ এবং কম্পিত ওষ্ঠাধর ও অন্যান্য মুখাবয়বে অনুভব হইল যেন কোন অভূতপূর্ব্ব ভয়ানক ব্যাপার তাঁহার নয়ন গোচর হইতেছে। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিয়া তিনি কহিলেন মহারাজ দেখুন! দৈত্যদিগের শরীরে কি ভয়ানক ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে—আর সে বর বেস নাই—সকলেই সক্রোধ প্রকৃত মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। নিকোলস্ দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিনপদ দ্বারা বৃদ্ধা পোলাণ্ডিয়ার গলদেশ আক্রমণ করিয়াছে, বাম হস্তে মধ্যবয়স্কা সিথিয়ার কেশাকর্ষণ করিতেছে, এবং রুধিরসিক্ত ভীষণ গদা আস্ফালন করিয়া পুনঃ২ তাহার প্রতি নির্দ্দয় প্রহার করিতেছে। ডেনিস্ বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা আপন ধর্ম্মপত্নীর বক্ষঃস্থল বার বার বিদারণ করিতেছে, কিন্তু মুখে বলিতেছে তাহার গাত্রে সুস্নিগ্ধ অগুরুচন্দন বিলেপন করিতেছে—আয়স-শৃঙ্খলে পত্নীর হাত পা বাঁধিতেছে, কিন্তু কথায় বলিতেছে তাহাকে অলঙ্কার পরাইতেছে।

সহধর্ম্মিনীর এমনি মুখ চাপিয়া রাখিয়াছে যে তাঁহার একটী কথা কহিবারও যো নাই। জর্জ্জ আপন চতুর্দ্দিগবর্ত্তিনী অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা অবলাগণকে রোদনোন্মুখী দেখিলেই সক্রোধ দৃষ্টি সহকারে তাহাদিগের ক্রন্দনবারি নিবারণ করিয়া দিতেছে। জর্জ্জের এরূপ প্রতাপ যে স্ত্রীগণ বস্ত্রালঙ্কারভোজ্য শূন্য হইয়াও তাহার গুণগান না করিলে সে বিরক্ত হয়। মহারাজ! দেখুন—দেখুন—এই মাত্র সে ঐ কৃষ্ণবর্ণা হাবিসানাম্নী বালিকাটীর বৈধব্য সাধন করিল—এখনও তাহার শেল বহিয়া কবোষ্ণ রুধিরধারা পতিত হইতে ছে—কিন্তু হাবিসাকেও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইতেছে।—মহারাজ! এরূপ নৃশংসতা আর দেখিতে পারা যায় না। অদ্য এই স্থলেই বিশ্রাম হউক।

—•••—

তৃতীয় অধ্যায়।

—●●●●●—

অধিভারতীর ভাবান্তর।

—●●●—

কালান্তক যমরাজ দাঁড়াইয়ে দুর্জ্জয়
সম্মুখে সাবিত্রী সতী নাহি কোন ভয়।
(অষ্টাদশপর্ব্ব।)

—●●●—

পরদিন চিন্তাশীল কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! মায়া অসৎ পদার্থ কদাপি চিরকাল একভাবে স্থায়ী হইতে পারে না। মায়াবী দৈত্যেরা যে প্রকার বরবেস করিয়া আসিয়াছিল তাহা পরস্পর নিন্দাবাদ জনিত ক্রোধের উদ্দীপন হওয়াতেই একবার বিনষ্ট হইয়া যায়।

এ দিকে মধ্যোপবনে ব্রহ্ম-চারিণী অধিভারতী বৈধ-ব্যোচিত আহ্নিক পূজাবিধির উপযুক্ত পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করিয়া অন্তরাল হইতে সেন্টদিগের তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন শ্রবণ এবং তাহা-দিগের ভীষণ কুৎসিত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন।

তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় এবং মুর্ত্তি দর্শনে দেবীর মনঃ শোক ক্ষোভ এবং ভয়ে একান্ত আকুল হইয়াছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সেই ব্রহ্ম-চারিণী বেশেই দৈত্যদিগের সম্মুখীনা হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহার আন্তরিক প্রসিদ্ধ কোমল-তায় হঠাৎ তেজস্বিতা ভস্মোদ্ভেদী অনল-সদৃশ প্রতিভাত হইল। ও দিকে সেণ্টেরা তাঁহার হস্তস্থ কুসুম-মালাকে বরমালা বলিয়া স্থির করিয়া লইল। তাহারা দেবীকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্রস্ত ও বিকৃত-নিবেশ বসনাদি যথাযোগ্য বিন্যাস-করত পুনর্ব্বার ছদ্মভাব পরিগ্রহ পূর্ব্বক মাল্য-দানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তম্মধ্যে সেণ্ট জর্জ আশঙ্কা করিল, পাছে ডেনিস্ ও নিকোলসের গলদেশ কমনীয় বরমালিকায় সুশোভিত হয়। চতুর-প্রবর এই মনে করিয়া মানসিক ভাব গোপন-পূর্ব্বক, দেবীকে একেবারে স্ত্রীভাবে সম্ভাষণ করা স্থির করিয়া কহিল,—

'প্রিয়ে! মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, এখনও পুষ্পাহরণে ব্যাপৃত! কুসুম-প্রিয়তা এমনি প্রবল যে, আহারাদি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। অবিলম্বে অন্তঃপুরে গমন করুন।'

ক্ষীণ-কলেবরা ব্রহ্ম-চারিণী অন্তর্গূঢ় ভয় ও চিন্তাসহ কহিতে লাগিলেন—'এআবার কি!—পরিণেতার সম্বোধন কাহার প্রতি হইল?'

জর্জ।—'প্রিয়ে! লজ্জার বিষয় কি? ইহাঁরা আ-

মার পরম আত্মীয় এবং আমাদের পরিণয়ের বিষয়ও সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। বিধবা-বিবাহের জন্য আপনকার লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমাদের সুসভ্য দৈত্য দেশ সকলে তাহা লজ্জার বিষয় নহে। যাহাহউক, আপনি অন্তর্বাটিকায় গমন করুন, সূর্য্যদেব মধ্যাকাশ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

এই সকল চাতুর্য্যমিশ্র গালি-কথাবলী সতীর পক্ষে যদিও বজ্রাঘাত-সদৃশ, কিন্তু দেবীর অপূর্ব্ব ভাবান্তর হওয়াতে তিনি আকুলতা প্রকাশ না করিয়াই উত্তর করিতে লাগিলেন ;—

'ধিক্‌! তোমরা আপনাদিগকে কৃষ্ণশিষ্য ও পরম-ধার্ম্মিক বলিয়া ঘোষণা কর ; আমাকে ও পাপ-সম্বোধন দ্বারা মর্ম্মান্তিক যাতনা দিও না। এতদ্দিন যদিও স্বামি-রূপ রত্নোত্তম স্পর্শ-মণি হারা হইয়া আছি, কিন্তু তৎ-সংস্পর্শে সন্তানরূপ যে অপর সুশোভন হৃদয়-নন্দন রত্ন-সকল লাভ করিয়াছি, তৎসমুদায়ের দর্শনে ও রক্ষণাবেক্ষণে, সেই জগদ্দুর্লভ স্পর্শমণির শোক এক-প্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমার সেই বিলুপ্তজ্বাল শোকানল অদ্য ইন্ধন-দানে প্রজ্বালিত ক-রিলে। ঈশ্বরই পতিহীন শিশুপুত্রাদিগের রক্ষিতা ও তাহা-দিগের নিপীড়কগণের শাস্তা। যাহারা পতি ব্যতীত পুরুষান্তরের কথোপকথনকেও ঘৃণ্য ও পাপজনক বিবে-চনা করে, তাহাদিগের প্রতি নিদারুণ পুনর্ভূ অপবাদ!

সতীত্ব, যে দেশের রমণী-কুলেরা হৃদয়-মধ্যে নিরুপম রমণীয় ভূষণ বলিয়া ধারণ করে না, বিধবা-বিবাহ সেই দেশেই লজ্জাকর নহে। পাপ, কথায় অধিক আন্দোলন করাই অন্যায়।'

এই বলিয়া দেবী একবার থামিলেন। সেন্ট জেম্‌স ও নিকোলস্‌ দেবীর ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া দেবী ও জর্জ্জের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে লাগিলেন।

জর্জ্জ।—'পুনর্ভুর পুনর্ভু অপবাদ কি রূপ? আমি এতকাল স্বামি-ধর্ম্মে সন্তানগণের সহিত তোমাকে প্রতিপালন ও তোমার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি, আজি আমাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতেছ না?'

অধিভারতী।—'আমার অবোধ সন্তানেরা যাবনিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ করে। তোমাকে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষবৎ দেখিয়া ক্রমে আমার দেওয়ানি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। তুমি যে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবে, তাহা আমার পুত্রগণ বুঝিতে পারে নাই। পৃথিবীর সকলেই বলিবে, তুমি আমার দেওয়ান ও আমার পুত্রগণের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র; একথা স্বয়ংও স্বীকার করিয়া থাক। মনে ভাবিয়া দেখ, তুমি কি রূপে আর্য্যপুরের দেওয়ান হইয়াছ; এই বলিয়া তুমি কি কয়েকভাগের দেওয়ানী বা অধ্যক্ষতা লওনাই যে,—

'অমুক স্থানের বর্ত্তমান পল্লী-পালক পল্লীর কেবল অমঙ্গল করিতেছেন, অধ্যক্ষতার উপযুক্ত গুণগ্রাম তাঁহার কিছুই নাই ;—এদিকে ঈশ্বর আমাদিগকে সুপালন কার্য্যে সক্ষম করিয়াছেন, অতএব বর্ত্তমান পল্লীপালকের হস্ত হইতে অধিকার লইয়া তাহার সুপালন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।' বস্তুতঃ দেওয়ানী ব্যতীত তোমার পরিণয় ব্যাপারের কোন নাম গন্ধও নাই। তুমি যে বলিলে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, তাহাই দেখ দেখি ;—

বলিতে পার, নগরীর শস্যক্ষেত্র সকলের উন্নতি-সাধন করিয়াছ, অনেক বনজঙ্গল সাফ করাইয়া তাহাতে অর্থকর কৃষিব্যাপার সম্পন্ন করাইতেছ; একথা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার আমলে বাছাদের কায়ক্লেশে যে সকল অতিরিক্ত কৃষিলব্ধ দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে, সে সমুদায় কি আমার সন্তানেরা ভোগ করিতে পাইতেছে?—না, তাহাদিগকে ভুলাইয়া তোমার নিজের পরিবারেরা লইয়া ভোগ করিতেছে? যদি আমার বাছারাই তাহা ভোগ করিতে পাইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দারুণ যমদণ্ডে পীড়া দিতে পারিত না। বলিবে ঐ অতিরিক্ত শস্যভাগের পরিবর্ত্তে তোমার পরিবারেরা কত শিল্পজাত ও কত অর্থ-প্রদান করিতেছে। তাহা সত্য বটে ; কিন্তু সে

শিল্পজাত কতকগুলা মাটিও বালিক্কারের বাসন কোসন, ক্ষুরার ছুরি কাঁচি, এবং ডালোর মধ্যে সূতার কাপড় বৈতো নয়? তুমি [illegible] আনাইয়া দিতেছ, অমনি আমার পুত্রগণের প্রস্তুত বস্ত্র ন্যূনতর হইয়া যাইতেছে, তাহারা ক্রমে বস্ত্রবয়ন ভুলিতেও আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমার পরিবারেরা শস্য লইয়া যে অর্থপ্রদান করিতেছ, তাহার কতক তোমার অত্রত্য কর্ম্মচারীরা বেতনস্বরূপে তোমার স্বপুরে লইয়া যাইতেছে; আর ভবিষ্যতে এখানকার কর্ম্ম করিতে পারে,' এই বলিয়া তোমার বাটীর কতকগুলি কর্ম্মচারীকে বেতন দিবার জন্য অবশিষ্ট নবলগ টাকা বাটী পাঠাইতেছে।

মনে কর, তুমি একটী খনিতে প্রত্যহ কিছু সময় স্বর্ণ উত্তোলন করিতে, এবং অবশিষ্ট সময় গৃহকার্য্যে যাপন করিতে। পরে [illegible]নি ব্যক্তি আসিয়া কৌশল পূর্ব্বক তোমার গৃহকার্য্যের ভার লইয়া তোমাকে দিবা রাত্র কেবল স্বর্ণ খনিতেই খাটাইতে লাগিল। দিবা রাত্র উত্তোলন করাতে তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণও পাইতে লাগিলে। কিন্তু সেই আগন্তুক অর্থ-বিনিময়ে তোমার ঐ অতিরিক্ত স্বর্ণ ক্রয় এবং পরে নানা কৌশলে সেই অর্থও গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতে লাগিল। বল দেখি, ঐ আগন্তুক তোমার কত উপকারী? তুমি তাহার নিকট তজ্জন্য কত-

দূর কৃতজ্ঞ হইতে পার ? গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের রীতিনীতি ক্রমে ভুলিয়া গিয়া, সুতরাং তৎকার্য্যে অক্ষম হইয়া আগন্তুকের একান্ত অ[illegible] হইয়া পড়িলে। কৃষি-বিষয়ে তুমি ঐ আগন্তুকের ন্যায় আমার উপকারী। আমার সন্তানেরা তোমাকর্ত্তৃক ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়া শিল্পাদি কার্য্যে অপটু হইয়া যাইতেছে। অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয়ও ভোগ করিতে পাইতেছে না।

তোমার আমলের বাণিজ্যব্যাপারও আমার সন্তান-গণের মঙ্গলজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখানকার পণ্য দ্রব্যের যেরূপ আমদানী রপ্তানি হইত, তাহাতে এখানে বেশী পরিমাণে অর্থ প্রবেশ করিত। এখন আমদানী পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে,—সুতরাং তাহাদের মূল্যরূপে অর্থও বহুগুণে বাহির হইয়া তোমার [illegible]শস্থ পরিবারের সৌভাগ্য-সাধণ করিতেছে—আর এখন রপ্তানী বহুগুণে কমিয়াছে, সুতরাং এদেশে ধনপ্রবেশ ন্যুনতর হওয়াতে এই পুরীও ক্রমে২ অন্তঃসার পরিশূন্য হইয়া বৎসগণের ভাবী অমঙ্গলের আধার হইয়া রহিতেছে।

ঠুনকো কাচের বাসন আসিতেছে, যাহাতে জীবন রক্ষার কোন সাহায্য হয় না, আর চাউল বাহির হইয়া যাইতেছে, যাহা নরের সাক্ষাৎ জীবন;—লোকে কথায় বলে—'ধান্য-ধনাৎ নচ অন্যধনং'। আমার অবোধ

পুত্রেরা খাবার চাউল বাহির করিয়া দিয়া শাকপাত ভূসী খাইয়া ক্ষীণজীবী ও মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের হস্তে যমদণ্ডে নিপীড়িত হইতেছে। তাহারা ছেলে মানুষ, তাহাদেরই বা কি দোষ দিব? তোমার যে চকচকে নানা রকম নকসা-কাটা জিনিস পত্র, তাহাতে বিজ্ঞ প্রৌঢ়দিগেরও উপবাস করিয়া ঐ সকল কিনিতে ইচ্ছা হয়।

জর্জ।—'আচ্ছা, বিচার, শান্তি-রক্ষা, শিক্ষাদান এ সকল বিষয়ে যে কোন কথাই তুলিতেছ না? সামান্য কথা ধরিয়াই গল গল করিয়া বকিয়া যাইতেছ।'

অধি।—'বড় সামান্য কথা লইয়া বকি নাই। সে যাহা হউক, তোমার বিচারাদির বিষয়ই বিবেচনা কর। পূর্ব্বে যাবনিক দলের কেহ কেহ বিচার ও শান্তি-রক্ষা বিষয়ে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল,—তোমার আমলে শ্রীবৃদ্ধিকারী-করেরা সে অত্যাচারকেও চাপা দিয়াছে। পূর্ব্বে যাবনিক বিচার-বিষয়ে অনেক সময়ে স্বগণের প্রতি পক্ষপাত করিত, তুমি এখন তাহা কোন্ না করিতেছ?—বিশেষ এই, তুমি স্বীয় অন্যায়-কারিতা স্বমুখে স্বীকার কর না, একটা না একটা ছল অবলম্বন কর। তোমার পরিবারের কেহ, আমার কোন সন্তানকে বধ করিলে অমনি বলিয়া উঠ,—'তা-হার পেটে পিলে ছিল, তাহাতেই সামান্য আঘাতে মরিয়া গিয়াছে।' তোমার পরিবারদিগের হস্তে আমার

যতগুলি সন্তান হত হইবে, তাহাদিগের সকলেরই প্লীহা রোগ থাকিতে হইবে, এটী একটী বিধাতা পুরুষের নিয়ম না হইলে আর তোমার চলে না। একি সামান্য পক্ষপাতিতা যে, তোমার ছেলেরা শাদা বলিয়া সকল আদালতে তাহাদের বিচার হইবে না। তুমি অনেক স্থলে চক্ষুর্লজ্জায় পক্ষপাত করিতে পার না, পূর্ব্বে যাবনিকের আমলেও অনেক সময়ে পক্ষপাত হইত না। একজন যাবনিক নগরাধ্যক্ষ আপনার একমাত্র বাছাকে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে,—তাহা তোমার অবিদিত নাই। আর এক সময়ে অপর একজন যাবনিক-নগর-পাল কোন অপরাধে আপন বিচারক কর্ত্তৃক আশামী নির্দ্দিষ্ট হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় বিচারালয়ে গমনপূর্ব্বক বিচারকের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। অপরাপর অনেক সময়ে যাবনিক দলের অনেকেই বিনা পক্ষপাতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে।

তুমি গর্ব করিয়া থাক, এখন কত বিচারালয় হইয়াছে, সুতরাং বিচারকার্য্যও উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে; তখন বিচারালয়ই ছিল না, তা বিচার হইবে কি ?—এটী তোমার বড় ভ্রম। পূর্ব্বে পল্লীর দশজনে মিলিয়া বিচার করিত, কাজেই তাহাদের মধ্যে তত অবিচার হইতে পারিত না। তাহারা আইন-কানন খাটাইত না বটে, কিন্তু দশের বুদ্ধিতে প্রকৃত বিচারের অন্যথা

হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প ছিল। তখন তখন আশামী ফরিয়াদীর প্রতিবেশী মুখ্য মড়লেরা বিচারক হইত, সুতরাং কূট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেবী, জুয়াচুরি প্রভৃতি দারুণ দুরাচরণ সমস্ত ঘটিতে পারিত না। আর তখন অনেক মকদ্দমাই রফা হইয়া যাইত; তাহাতে মকদ্দমার খরচে ও কষ্টে অর্থী প্রত্যর্থী এরূপ উচ্ছিন্ন হইত না। অপর, পূর্ব্বে এক্ষণকার ন্যায় নীচ-প্রকৃতি পিয়াদার ঘুসি ঘাড়ধাক্কাদি অপমানাচরণ ও অশ্রাব্য কটূক্তি সহিতে হইত না; বিশেষতঃ নির্দ্দয় পরের মায়ের বেটাদিগের কাছে, আমার বাছাদিগকে করযোড়ে হুজুর হুজুর করিয়া সভয়ে সেলাম বাজাইতেও হইত না। যাহা স্বপ্নেও চিন্তাপথে উপস্থিত হয় নাই, তাহা এখন দৈববিড়ম্বনায় দিবারাত্র সম্মুখে সংঘটিত হইতেছে, দেখিতেছি।

এখন তোমার আমলের বিচারকার্য্য কেবল কূট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেববাজি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি ও উকীল মোক্তারেরা জুটিয়া কত শত অর্থী প্রত্যর্থীকে নিঃসম্বলীকৃত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছ। তোমার বিচারালয় গুলিতো জয়ের বিপণি-মাত্র,—টাকা ঢালিলেই জয় কেনা যায়। অবিচার তখন যদি শত করা দশটা, তবে এখন ৫০ টার কম নয়। তখনকার অপেক্ষা এখন উৎকর্ষ এই যে, তখন ধুতিচাদর-পরা, চাটাইয়ে-বসা, হীন-বেশী মুখ্যমণ্ডলগণ

বিচার করিত, এক্ষণে তোমার চাপকান-পেণ্টুলন-আঁটা, চেয়ারে-বসা, আঁক-জমুকে পরিবারেরা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। ভাল কাপড় পড়িয়া লাঙ্গল ধরিলে জিয়াদা করিয়া ধান ফলে না।

তোমার পুলিষের কাজও ঐরূপ; তাহারও বড় বড় পদে কতকগুলি নির্বোধ ষণ্ডাকে নিয়োজিত করিয়া অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা বর্দ্ধিত করিতেছ।

অন্তরঙ্গ বলিয়া কেবল দেশীয় লোকেরাই বিচার ও শান্তিরক্ষা-বিষয়ে নিপুণতর হইয়া থাকে। অন্যস্থানের লোকদিগের দ্বারা তত্তৎকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। তুমি ঐ দুই বিষয়ের শিরোদেশে আপনার পরিবারদিগকে বসাইয়াছ বলিয়া আমার নগরীতে অধিকতর অবিচার, ও শান্তিভঙ্গ হইতেছে।

আমার সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিতেছ, বলিয়া থাক; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাহারা তোমার নিকট কি কতকগুলা গ্যাড্ম্যাড্-ফিস্-ফাস্ শিখিতেছে যে, আমাকে আর মা বলিয়াও মনে করে না;—তাহারা আমার দুরবস্থার বিষয় আর চিন্তা করে না;—কেহ কেহ পরের মাকে মা বলিতেও বাসনা করিয়া থাকে। হায়! তুমি আমাকে এমনি দুর্ভাগিনী করিলে যে, পেটের ছেলে, যাহাদিগকে কত করে মানুষ করিলাম, খাবার সময়েও যাহাদের মলমূত্রে ঘৃণা করি নাই, তাহারা আমাকে মা বলিতে লজ্জা বোধ করিল। তাহাদের মা মা শব্দে আমার

কাণ জুড়াইত, তাহাও বন্ধ করিলে। তাহারা লেখা পড়া শিখিয়া তোমারই কাজ করিতেছে, এবং তোমারই একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া পড়িতেছে। তোমার শিক্ষা-দান নয়তো, যাদুমন্ত্রে বশীকরণ! সন্তানগণের ভক্তিময় ব্যবহারে জননীর সকল দুঃখই চাপা পড়ে, সেই সর্ব্ব-দুঃখহর ভক্তি হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিলে, আর বাকী কি ?।

এই কথা বলিতে বলিতে অধিভারতীর আন্তরিক দুঃখপ্রবাহ হৃদয়স্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুরূপে পরিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের তৎকালীন শোকাকুল-করুণ-ভাব অবলোকন করিলে পাষাণের হৃদয়ও দ্রবী-ভূত হয়। যাহা হউক, অনন্তর দেবী আপন শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংযমিত করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন;—

'ভাল, এবিষয়ে আমাকেই দুঃখিনী করিতেছ, কর। আমার সন্তানগণের উন্নতিই বা কোথায়? তোমার প্রদত্ত শিক্ষা স্ববৃত্তি চাকরের উপযুক্ত বৈ নয়। যে দুটী একটী ছেলে ট টা টি টি করিয়া কিছু শি-খিয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকে কৌশলপূর্ব্বক উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত করিয়া এমনি মুখচাপা দিতেছ যে, তাহা-দের সহোদরেরা উচ্চতর শিক্ষার চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতেছে। সে দিন আমার সেই মনোমোহন পুত্রটীকে কি বঞ্চনাটাই করিলে! বাছা আমার প্রবাসে ভাইদিগের ও আমা হইতে অন্তরে থাকিয়া কত কষ্টে লেখাপড়

অভ্যাস করিল, অবশেষে তুমি বিনা দোষে তাহাকে কাঁদাইয়া ফিরাইয়া দিলে। কিন্তু ঘোষণা দিতেছ, জাতিভেদ ও পক্ষপাত না করিয়া আর্য্যপুরের উচ্চ উচ্চ পদে লোকনিয়োগ করা যাইবে। আমার অবোধ ছেলেরা তাহাতে বিশ্বাসও করিতেছে। ওদিকে ঐ সকল পদলাভের উপায়, সাতসমুদ্র-তেরনদী পার তোমাদের দূরতর বায়ব্যপ্রদেশের উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া প্রথমে এই ভাবিয়া ক্ষান্ত ছিলে যে, তথায় আমার যানসাধন-হীন নিঃসম্বল বামনপুত্রেরা গমন করিতে পারিবে না। ক্রমে আমার দুই একটী দীর্ঘকায় পুত্র যখন কষ্টে সৃষ্টে সেই উপায় লাভ করিল, তখন দেখিলে যে, তারা তোমার পুত্রদিগের হইতে বামন নহে, প্রত্যুত যানসাধনওঅধিরোহণী ব্যতিরেকেও উপায় স্থানে উঠিতে পারে; তখন অমনি বয়সের এমনি ব্যবস্থা করিয়া দিলে যে, আমার পুত্রেরা তত ছেলে বেলায় আর কোন ক্রমেই সেই উপায়ভবনে অধিরোহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এখনও উল্লিখিত ঘোষণা দেওয়াটী ছাড়া হয় নাই—ধন্য! ধন্য!

কোন অতি দয়ালু লক্ষীবন্ত-পুরুষ কোন দরিদ্রের পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহাকে আপনার দূরস্থ ভাণ্ডার প্রদর্শন-পূর্ব্বক কহিল,—'তুমি ঐ ভাণ্ডারে গমন করিয়া আমার পরিবার নির্ব্বিশেষে অশন, বসন, ও রত্নাদি গ্রহণ করিয়া ভোগ কর।' দরিদ্র প্রলোভিত হইয়া

বহুতর ক্লেশকর চেষ্টায় পা ভাঙ্গা কিঞ্চিৎ সারিয়া ও হাতে বুকে ভর দিয়া ভাণ্ডারে কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিল। পরে সে যেই একটী রত্ন গ্রহণ করিল, দয়ালু অমনি তাহার হস্তদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে চাবি আঁটিয়া দিলেন! কিন্তু বদান্যবর তখনও রত্ন গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া পরিত্যাগ করিলেন না। বল দেখি, তাঁহার কেমন দয়া?—আমার সন্তানগণকে উচ্চ উচ্চ বিচারকাদির পদ প্রদান করিতে তুমিও ঠিক এইরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছ না?

আমার সন্তানেরা উচ্চপদলাভে বঞ্চিত হওয়াতে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। প্রথমতঃ তাহারা পরিণাম বিবেচনা করিয়া আপন আপন উন্নতিসাধন চেষ্টা হইতে বিমুখ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ অন্যস্থানের লোক প্রধান পদে নিযুক্ত হওয়াতে যাবতীয় কার্য্যালয়ের কার্য্যে গোলযোগ ও অত্যাচার ঘটিতেছে।

অন্যান্য পদ দাও না দাও, তাহা তত গায়ে লাগে না; কিন্তু আমার ছেলেদিগকে যে সৈনিক পদ প্রদান করিতেছ না, তাহাতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়াছে। যাবনিকও এ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রশংসনীয় ছিল, তাহার আমলে আমার ছেলেরা সকল পদেই নিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তখন তাহারা দিন দিন এমন হীনবীর্য্য হয় নাই। পরাধীন কিন্তু সুশাসিত সভ্য দেশে সৈনিক পদের আশা

না থাকিলে লোকে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া প্রায়ই বিনাশ-দশায় পতিত হয়। তুমি ইহা জানিয়া শুনিয়াও যখন আমার পুত্রগণের সৈনিকপদ লাভের পথ রুদ্ধ রাখি-য়াছ তখন তোমাকে আমাদের হিতৈষী বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করিব, বল? হায়! সেদিন আমার সেই চন্দ্রসদৃশ সুন্দর ও কুমার-সদৃশ বীর-কলেবর পুত্রটী তো-মার কাছে সৈনিকপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল, আর তুমি কি নির্দ্দয়তাটাই প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরাশ করিলে! হায় এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি স্থির থাকা যায়?।

জর্জ—'শিক্ষাদানের কথা বলিতে বলিতে কি বিষয় ফেলা হইল দেখ। অপক্ষপাতে তুমিই তদ্বিষয় ভাল করিয়া বল দেখি? কুসংস্কারের অপনয়ন না হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই জন্মে না। আমার শিক্ষাদানে তোমার সন্তানগণের সেই কুসংস্কার অপনীত হইতেছে। সুতরাং তাহারা শিক্ষার প্রধান ফলই আমা হইতে লাভ করিতেছে।"

অম্বি—" তোমার শিক্ষাদানাদিতে আমার সন্তান-গণের কুসংস্কার গিয়াছে, একথা তুমিই সর্ব্বদা কহিয়া থাক, এবং আমার অবোধ সন্তানেরাও বলিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কি কি কুসংস্কার গিয়াছে, তাহা একবার দেখা উচিত। তোমার স্কুলে পড়িয়া আমার ছেলেরা এখন হাঁচি টিকটিকী, দিনক্ষণ, দেশীয় ভূত প্রেত

এই কতকগুলি মানে না বটে। কিন্তু হাঁচি টিকটিকী না মানাতে এমন বেশী লাভটা কি? দিনক্ষণ মানাতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিল না। যে হেতু আমাদের দিনক্ষণ মানিবার প্রণালী কার্য্য-বাধক নহে। প্রয়োজন হইলে সেই প্রণালীর মত-বিশেষে সকল সময়েই যাত্রাদি করা যাইতে পারে। ভূতপ্রেতের কথায় বলিবে, তাহা মানায় ক্ষতি আছে; কিন্তু আমার ছেলেরা যেমন দেশীয় ভূতপ্রেতকে অগ্রাহ্য করিতেছে, তেমনি আবার কতকগুলি বিদেশীয় ভূত তাহাদের মনে অধিষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং তাহাদের ভূত প্রেত সম্বন্ধীয় কুসংস্কার গিয়াছে কিরূপে বলা যাইতে পারে?। তবে এইমাত্র বলিতে পারি তাহাদের মনে ভূতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তোমার প্রদত্ত শিক্ষার গুণে আমার ছেলেদের উপধর্ম্ম ঘুচিতেছে, বলিয়া থাক। কিন্তু এ বিষয়ে যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা আমার সন্তানেরাই করিয়া লইতেছে। তোমার তো মনে আছে, তোমার শিক্ষা-দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই আমার সন্তান-বিশেষ প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্বের পথ পরিষ্কৃত করিয়া যান; এবিষয়ে বরং বলিতে পারি, তোমার পরিবারবর্গই আমার বাছাদিগের, নিকট শিক্ষালাভ করিতেছে—পরে বিশেষরূপেই করিবে। দেশীয় ঠাকুর সকল বদলাইয়া বিদেশীয় করিয়া দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য;—তুমি আমার চিরারাধ্য পরম পিতার পরিবর্ত্তে অপর কৃষ্ণাদি ত্রিদেবের

উপাসনার উপদেশ দিয়া থাক। আমার বাছাদের মধ্যে যাহাদের মনে বিদেশীয় ধর্ম্ম লব্ধপদ হয়, তাহারাই আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকে; হায়! তাহারা যেন আমার পেটের ছেলে নয়—তাহাদিগকে কি আমি স্তন্যপান করাই নাই?

অপর, তুমি এমত মনে করিও না যে, পূর্ব্বে আমার যাবতীয় সন্তানেরাই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগের অনেকেই ন্যায়াদি শাস্ত্র পাঠ করিত। যাহারা ন্যায়াদি দর্শন-শাস্ত্র সকল পাঠ করে, তাহাদের মধ্যে কুসংস্কার থাকিতে পারে না।

তবে তাহারা সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন ও লোকের সন্তোষ-সাধনার্থ কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না। কিন্তু তোমার প্রদত্ত ধর্ম্ম শিক্ষা ত এই পর্য্যন্ত যে, পর-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতে হয়?—তাহা হইলেই হইল। যাবনিকের আমলে আমার পুত্রেরা প্রায় সকলেই দর্শনাদিপাঠে বিমুখীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু যাবনিকের বিনাশের তো বাকী ছিল না, ক্রমে সংস্কৃত ভাষার সহিত নানাবিধ তত্ত্ব-নির্ণায়ক দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্ত্তিত হইবার উপক্রমও হইয়াছিল। এই সময়ে আমার কয়েকটী ছেলে পূর্ব্ব, মধ্য, বিশেষতঃ পশ্চিমোত্তর বিভাগে ধর্ম্ম-সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত সংস্কৃত দর্শনাদি অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার অবশ্যই দূরীভূত হইয়া যাইত।

ফলতঃ তোমার কুসংস্কার দূরীকরণ প্রণালীও নূতন নহে। তাহাও দেশীয় পরিবর্ত্তে বিদেশীয় করা যায়।

আমার পুত্রগণের কুসংস্কার দূরীকরণ তো এই পর্য্যন্ত। তদ্ভিন্ন, পূর্ব্বে যাহারা ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলন করিত, তাহারা এমন ক্ষীণজীবী হইত না। যাহাদিগকে এখন তোমার স্কুল কালেজে পড়াইতেছে, তাহাদিগের অনেকেই তোমার ব্যবস্থা-কৌশলে পড়িতে পড়িতে বা কালেজ হইতে বাহির হইয়া দুমাস ছমাস কাজকর্ম্ম করিতে করিতে চক্ষুরত্নহীন অন্ধ, ধৈর্য্যহর শিরোরোগে আক্রান্ত, বজ্র-দুস্তাপসম শ্বাস-কাশ-যক্ষ্মা-পীড়িত, কিম্বা বিষময়যন্ত্রণাকর শূল উদরাময়াদি গ্রস্ত হইয়া যাইতেছে। আবার তোমার কুহকজালে পড়িয়া বাছারা সুরাপান দোষে দিন দিন আরও ভগ্নদেহ ও অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমার সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আমার উপকার না অপকারই করিতেছ? যে সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করা যায়, সে যদি শিক্ষাতে লোকান্তরিত বা চিররোগী হয়, তবে তাহার অপেক্ষা সবলকায় মূর্খ-পুত্রও ভাল। তদ্রূপ শিক্ষিত সন্তান হইতে জল পিণ্ডের আশাও বিলুপ্ত হয়। হায়! মা হইয়া সন্তানের দেহ-পাতের কথার আর কত আন্দোলন করিব? আমি অতিশয় কঠিন-হৃদয়া যে, এ সমুদায়ের আন্দোলন করিতেও সমর্থ হইতেছি। দুর্ভাগ্যতা মানুষকে সকলই

সহিতে পারে ! নচেৎ তাহার মৃত্যুতেও কি জীবিত থাকিতে হয় !

কর্ত্তা—"এ সকল তোমার অন্যায় ভৎসনা, এই বুঝি কৃতজ্ঞতা ? আমি জলপানির টাকা দিয়া তোমার সন্তানদিগকে লেখা পড়া শিখাইতেছি, তুমি বল কি না, তাহাদিগের বিনাশ-সাধন করিতেছি। তাহারা যদি আপন দোষে অধঃপতিত হয়, তবে কি সে দোষ আমার হইবে ?"

অধি—"তুমি আমার সন্তানগণের সুপালনের ভার লইয়াছ, এক্ষণে তাহারা যেরূপে বিনষ্ট হউক না কেন, তদ্বিষয়ে তোমাকেই দোষী বলিয়া সকলেই নির্দ্দেশ করিবে। এই যে বলিলে, জলপানি দিয়া আমার ছেলেগুলিকে লেখা পড়া শিখাইতেছ, তাহা কি আমি অস্বীকার করি ? কিন্তু তোমার জলপানি-দান-প্রণালীই নানা অনিষ্টের হেতু। ছেলেরা জলপানির প্রলোভনে কেবল শারীরিক গুরুতর পরিশ্রমে শরীরপাত করিতেছে। তাহাদের মুড়িমুড়কি পাটালি খাবার কড়ি গুলি, সকলই ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দু চারি পয়সা জলপানি দিতেছ। বড় দান ! বড় দয়া !

তোমার আমলে আমার সন্তানগণের সুপালন ও সুশিক্ষার বিষয় তো এক প্রকার বলা হইল। বাকী আমার নিজের পালন, তা তাহাতেও তোমার ত্রুটি

বাহিনী আমার অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছে। তাঁহার (আর্য্য-স্বামীর) স্বর্গলোক হইলে যাবনিক আমার মুকুটহীরক অপহরণ করে। পরে আমার কোন রণজিৎ পুত্র বহুকষ্টে তাহা যাবনিকের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লয়। তুমি সেই হীরকখণ্ড বল-পূর্ব্বক লইয়া গিয়া আপনার গিন্নির মুকুটে পরাইলে। ইহাতেও যদি সুপালন করিতেছ বল, তবে আর কি করিয়া তোমার মুখ-চাপা দেওয়া যায়।

আবার আমার সন্তানগণকে আত্মরক্ষায় এমনি অক্ষম করিয়া তুলিতেছ যে, পরে একদণ্ড তোমার সহায়তার অভাব হইলে তাহাদিগকে পঙ্গু হইতে হইবে। বলদেখি, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পকার্য্য, শত্রু-তাড়না প্রভৃতি যাবৎ বিষয়েই তাহারা তোমার উপরি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে কি না? তুমি তাহাদিগের ঠেকো হইয়াছ, সুতরাং তাহাদিগের ভাবি-মঙ্গলেও বিশ্বাস নাই। যে চারা ঠেকোর ভরে উন্নত হয় তাহার কি মঙ্গলের আশা করা যায়? সহজ উই, ঘুণ প্রভৃতিতে ঠেকো পাতিত বা স্থানান্তরিত হইলে চারাটিও পতিত হইবে, হয়তো সেই পতনেই তাহার বিনাশ, অথবা যদি কথঞ্চিত বাঁচে, ভগ্নশাখ, ভগ্নমূল, ও দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে; পতনের পর অন্য ঠেকো দিলেও তাহার মূলের আঘাত শোধরাইতে বহু কাল লাগিবে।

ফলতঃ আমার সন্তানগণের জীবন আমরণকাল

অপেক্ষাও হীনতর করিয়া তুলিয়াছ। অশ্বেরা কার্য্যে ত্রুটি করিলে চাবুক খায়, ইহাদের তাহাতেও নিস্তার নাই। লোক আপন কার্য্য সাধনের জন্যও অশ্বকে বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তুমি আমার হতভাগ্য বাছাদিগকে ক্রমশঃ দুর্ব্বলই করিতেছ।

ঈশ্বর তোমার হাতে জোর দিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছ, কর, হাত নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে অমন করিয়া ভোগলামি দেওয়া টা কেন? প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক-সমাজ সকলে আমার এক একটী সন্তানকে গ্রহণ করিয়াছ। তোমার পরিবারেরা তাহার ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছে, তুমি যে আমার সন্তানদিগকে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চপদে নিযুক্ত করিবে, উহা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ। আমার কতকগুলি অবোধ পুত্র ইহাতে অমনি গলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদে তাহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চতর পদপ্রদান করিতেছ, তাহার মর্ম্ম বুঝে কে? যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন আর তুমিই জান। প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক-সমাজ সকলে তোমার পাল পাল পরিবারের মধ্যে আমার এক একটী ছেলে থাকিলেও কোন ক্রমেই আপনার মত চালাইতে পারিবে না। সুতরাং তথায় তাহার থাকা না থাকা সমান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর পদে তাহারা নিযুক্ত হইলেই আপনাদিগের ক্ষমতা

প্রকাশ ও মতচালনা করিতে পারিবে। অপর, প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক-সমাজের সংখ্যা নিতান্তই অল্প, আর প্রদেশীয় বিচারক প্রভৃতির সংখ্যা সুপ্রচুর ; বল দেখি, এই সকল ভাবিয়াই ওরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ কি না ? সেদিন তোমার কয়েকটী ছেলে প্রস্তাব করিল, তোমার স্বপুরের মহতী সভায় আর্য্যপুরীয়দিগের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে আমার সুশিক্ষিত সন্তানগণও টিক দিলেন, তুমি ক্রমে তাহাই করিবে। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর্য্যপুরের এত সংখ্যক প্রতিনিধি লইতে হইবে যে, তাহাতে তোমার পরিবারেরা জিত এবং আমার ছেলেরা জেতৃ স্বরূপ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না।

যাহা হউক, তোমার আর যাচিয়া উপকার করায় কাজ নাই—তুমি চলিয়া যাও না কেন ? আমার ছেলেদের আর এরূপ ক্ষীণজীবী সভ্য ও সুশিক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই ; তাহারা মূর্খ হইয়া থাকিবে। পাঁচ সের ধানের বেরুণ করিয়া মোটা ভাত খাইবে, চরকার মোটা সুতো পরিবে—চটি জুতা পায়ে দিবে ! তথাপি তোমার বৃত অশ্ব-জীনের মোজা ও বুট-জুতা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। আমাদের এ সকল মোটা ব্যবস্থা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর। তোমার বাবুয়ানা খোরাক পোষাকে আর কাজ নাই। আমি তোমার সুপালন আর প্রার্থনা করি না।

এই বলিতে বলিতে অধিভারতীয় ক্রোধ ও শোক মনোমধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মহারাজ! দেবীর তাৎকালিক অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তির উপমা-স্থল কোথাও নাই। স্থিরবিদ্যুৎ এবং উদীচ্যপ্রভা, ঐ জাজ্বল্যমান দেহ-কান্তির নিকট মলিন হইয়া যায়—যাবতীয় দেবগণের যাবতীয় তেজঃ একত্র সংহত হইলেও ওরূপ প্রখর তেজোরাশি সমুদ্ভূত হয় না। অন্য কথা কি, দেবীর ললাটফলকে আদিত্য দেব স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়াও নিষ্প্রভবৎ প্রতীয়মান হইতেছিলেন! যদি জর্জ ঐ তেজো-রাশিপ্রভাবে দর্শনশক্তি বিহীন না হইয়া সেই সময়ে দেবীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিত, তবে বিশ্বরূপিণী মহাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারেই অনঘ এবং মুক্ত হ-ইতে পারিত। তখন সে দেখিত যে যাহাকে সামান্যা-মানবী মনে করিয়া অত্যাচার করে দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে—বরুণদেব চরণযুগল ধৌত করিতেছেন, পবন চামর ব্যজন করিতেছেন, বিষ্ণু স্বয়ং চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিতেছেন, এবং মহাদেব আপনি তন্ত্রধারক হইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা মহাদেবীর পূজা বিধান করাইতেছেন।

কিন্তু নিমেষ মধ্যেই দৈবীমায়াতিরোহিত হইল। জর্জ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দেখেন সম্মুখে কতক গুলি অবগ্রাহমলিনা মৃত্তিকা এবং একটী শুষ্ক নির্ঝরিণী মাত্র রহিয়াছে—

পৃথিবীও স্বীয় তপনতাপিত পৃষ্ঠ শীতল করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে সঞ্চালিত করিয়াছেন—রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্ট জর্জ্জের মনোমধ্যে প্রগাঢ় চিন্তা আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সে ভাবিতে লাগিল—'আমি বুদ্ধিবিদ্যা প্রভাবে পৃথিবীর কি জল কি স্থল সর্ব্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছি; আমার বিদ্যা-কৌশলে নির্জীব জড় পদার্থ সকল সজীব ভৃত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; আমার সংকল্প সকল বার্ত্তা ও রাজনীতি-শাস্ত্রের দুরবগম্য সুজটিল কুহক-জালে সমাবৃত ও গোপিত হইয়া নিষ্পাদিত হয়; অধিভারতী এক সামান্য মূর্খ স্ত্রীলোক মাত্র, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, কেবল রামায়ণ মহাভারতের উপন্যাস-শ্রবণ তাহার জ্ঞানের উপাদান,—শাস্ত্রের বচন মাত্র তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রমাণ, অন্তঃপুর মাত্র অভিজ্ঞতা উপার্জ্জনের ক্ষেত্র, এবং কেবল পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তির আচার ব্যবহার দর্শনই মানবপ্রকৃতি বোধের উপায়; সেই মেয়ে মানুষ আজি আমার তথাবিধ সুগূঢ় অভিসন্ধি সকলের অন্তর্ভেদে সমর্থ হইল, জগতে ইহার অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? মৃদুল শিরীষকেশর দ্বারা কি সুকঠিন হীরকমণি বিদারিত হইল?—অথবা জল যে এত কোমল, কোমলতার প্রধান আধার, তাহাও তো কত শত পর্ব্বতশরীর বিদীর্ণ করিয়া থাকে। কিন্তু জলের অন্তর্গত গুরুত্বই ঐ ভেদকতার কারণ; ইহার ঐ অন্তর্ভেদকতা-শক্তি কোথা

হইতে আসিল ? কোন চিন্তাশীল নীতিবিদের শিক্ষা-প্রদানের ফলে কি ভারতী নীতিভেদে এরূপ নৈপুণ্য লাভ করিল ? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে ? বর্ণমালার উপদেশ এবং বিষয়কর্ম্মের বহুদর্শিতা-পরিহীনা রমণীকে হঠাৎ এরূপ নীতি-নৈপুণ্য প্রদান করা কি মানবীয় ক্ষমতার সাধ্য ? তবে কি, যে শক্তি উপধর্ম্মের ঘোরতর অন্ধকারে সমাবৃত মহম্মদ ও খৃষ্টদেবের মানসে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের শিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহাই আজি ভারতীকে শিক্ষা প্রদান করিল ? যে অদ্বিতীয় শক্তি আমাকে দুর্ভেদ্য করিয়াছেন, তাহা কি ইহাকে ভেদকতা প্রদান করিতে পারেন না ?—আমিই এমন কি বিশেষ গুণাস্পদ ছিলাম ? এখনও আমার সেই নিষাদ-জীবনের চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই পশু-চারণ ঘটিত পায়ের আঁচড় সকল আজিও অপনীত হয় নাই,—ভূগর্ত্ত-বাস-সকল আমার অচির-সভ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে; সেই হীনদশাপন্ন অসভ্যতম আমাকেও যে শক্তি জগতে ঐশ্বর্য্য ও প্রাধান্য প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছে, তাহা এমন ধর্ম্ম-পরায়ণা পূর্ব্বশ্রেষ্ঠাকে যে কিছু বোধ-শক্তি-দান করিবেন, তাহাতে অসম্ভবতা কি ? আবার তাঁহার অনুগ্রহ প্রসাদ তো চঞ্চল, আজি ভারতীর প্রতি তাহা কি সুপ্রসন্ন অনুগ্রহ দৃষ্টি ফিরাইল ?"

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে জর্জ হঠাৎ কম্পিত-কলেবর হইল, তাহার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশিত

হইল, এবং সমস্ত বাহ্যাকৃতি অন্তরোদিত গুরুতর ভয়ের সূচনা করিতে লাগিল।

চিন্তাশীল সে দিবসের কথা সমাপন করিলেন।

—●●●—

পরিশিষ্টাধ্যায়।

—●○○●—

ব্রহ্ম-সংবাদ।

"তারকের নিপীড়ন নিবারণ আশে,
দেবের গমন হয় বিধাতা সকাশে।"
(অষ্টাদশ পুরাণ)

পর দিবস ব্যাসানুগৃহীত-চিন্তাশীল যথাপূর্ব্ব অম্বরা-জকে কহিতে লাগিলেন;—

"মহারাজ! এক্ষণে পৃথিবীতে যত ভিন্ন২ প্র-কার বস্তু রহিয়াছে পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল, তাহারও পূর্ব্বে দ্রব্যভেদ তদপেক্ষাও ন্যূন ছিল, এবং তাহারও পূর্ব্বে এই পৃথিবী-মণ্ডল হুতাশন প্রজ্বলিত একটী প্রকাণ্ড বাষ্পরাশি মাত্র ছিল। যদি তাহারও পূর্ব্বকাল স্মরণ করা যায়, তবে পৃথিবীকে তৎসবিতৃগর্ভমধ্যেই দেখিতে হয়—তখন উহা সূর্য্য ক-

র্ত্তৃক প্রসূত হইয়া পৃথক্ শরীর পরিগ্রহ করে নাই। এই রূপে কালসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিলে ভূলোক বা জনলোক, তদুত্তরে সূর্য্যলোক বা তপোলোক, এবং সর্ব্বশেষে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক দর্শন হয়।

অধিভারতীর চিরসহচরী চিন্তাদেবী এক্ষণে সেই বিশ্বযোনির ভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধ হইল, ভগবান সৃষ্টিধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। দেবী যথোচিত অভিবাদনাদি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটস্থ হইলেন। বিশ্বযোনি তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—

"বৎসে! তোমার আগমন কারণ ও আর্য্যপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। ক্ষেমপাত্রী অধিভারতীকে আমার আশীর্ব্বাদ-বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিবে, জর্জারের দেওয়াগুনীতে মাতা নিজ সন্তানগণের যে অধঃপাত আশঙ্কা করেন, তাহা অকারণ। তিনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি সাংঘাতিক বিপৎপরম্পরায় পতিত হইয়াও ক্রমে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহার বিনাশ সহজ হয় না। ভারতীর সন্তানগণের কষ্ট যখন যখন সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তখনই ভগবতী ভবিতব্যতা তাহার সাংঘাতিকতার নিবারণ করিয়াছেন। কাল-যাবনিক বীরবর ম-সীদনের আক্রমণ বিলক্ষণ বিপজ্জনক বলিতে হইবে, কিন্তু দৈবানুকূল্যে তাহার বিষময় ফল ফলিতে পায় নাই। যাবনিক, সমুদায় বিজিত নগরীর রূপান্তর করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম ও আচার-প্রণালীর গুণে আর্য্যপুরের বিশেষ হানি

করিতে পারে নাই। দুর্দ্দান্ত জিজ্ঞাসুর প্রলয়কর বজ্র দৃষ্টিও তথায় পতিত হয় নাই। যাবনিকের অত্যাচার শ্রীমানদিগের সাংঘাতিক হইবার উপক্রমেই নিবক্সিৎকে উপলক্ষ করিয়া তাহার নিবারণ করা হয়। আর্য্যপুরে জর্জ্জারের পরিবারদিগের বসতি হইবার উপক্রম হইল, ও দিকে অমনি আ-মরিকার স্বাধীনতা-সম্পাদনে তাহা নিরাকৃত করা হইল। পাবনিক-কৃষ্ণের ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রবেশে আর্য্যপুরবাসিদিগের জাতীয়-ভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভবিতব্যতা দেবী সেই রামরঞ্জনেরউপ-লক্ষে সনাতন বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার অপনয়ন করিলেন। জর্জ্জারের শিল্পকৌশলে ও রাজ-নীতি কূটতায় তাহাদিগের শিল্প-বিলয় ও শারীরিক শীর্ণতার সম্ভাবনা হইয়াছে, এ দিকে তাহার প্রতিবি-ধানের উপায়ও একরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। এ সকলে আর্য্য-পুরের রক্ষা-সম্ভাবনা না করিয়া, কিরূপে কেবল বিনাশ সম্ভাবনাই করিয়াছেন ?"

ভগবান এই বলিয়া নিরস্ত হইলে চিন্তাদেবী কহি-লেন—'পিতঃ ! দেবীর পুত্রগণের প্রতি এরূপ দুর্ঘটনা সকল ঘটিবার কারণ কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কহিয়া চরি-তার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।'

বিশ্বযোনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন—'তাহার কা-রণ মাতাকে এই জানাইবে যে, জগতে আস্তিকতা ও ভক্তিমত্তাই সুখ, শান্তি, ও উন্নতির সাধন। তদ-

ভাবে নানা প্রকার সংকটে নিপতিত হইতে হয়। বৎস আর্য্যস্বামী যত দিন আস্তিক ও ভক্তিমান্ ছিলেন, আর্য্যপুর তত দিন নিরাপদই ছিল। পাবনিক কৃষ্ণের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার মনে বোধাবলম্বন ও নাস্তিকতার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল, তদবধিই এই সংকট-শ্রেণী সংঘটিত হইতেছে"।

চিন্তাদেবী তৎকালে উত্তার নয়নে চতুর্ম্মুখের শিরোদেশের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন। ভগবান ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন;— "ওদিকে কিছুই নাই—অন্ধতমসাবৃত অনন্ত আকাশ এবং অনন্তকাল মাত্র বিরাজ করিতেছে। ওদিকে কাহার দৃষ্টি প্রবেশ করে না—ওদিকে আমার মুখ নাই—নিম্নভাগে দৃষ্টি কর।" চিন্তাদেবী দেখিলেন ভগবানের হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে একটী জ্যোতির্ম্ময় বারিধারা নিঃসৃত হইতেছে। ঐ পবিত্র বারিধারা কাল-সমুদ্রের একভাগ আলোকিত এবং পূর্ণিত হইয়া আছে, কিন্তু ঐ সমুদ্রের অপর ভাগ শুষ্ক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন—ওদিকে ঐ বারির প্রবেশ নাই। চিন্তাদেবী তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ঐ বারিপ্রবাহ অবলম্বন করিয়াই বিশ্বযোনির সদনে উপস্থিত হইয়াছেন। চিন্তাদেবী ইহাও দেখিলেন যে, ঐ স্রোতোবারি অতি প্রখর বেগে নিরন্তর নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং স্বকীয় বেগ দশভুং প্রতিনিমিষে কোটি২ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করিয়া যাইতেছে।—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ওরূপ প্রখর স্রোতোবেগের প্রতিকূল মুখে আগমন করা সহজ, অনুকূল মুখে গমন করা নিতান্ত দুরূহ—প্রতিকূল মুখে আসিবার সময় ভগবানের মুখজ্যোতিঃ কর্ত্তৃক সমস্ত পথ আলোকিত হয়—অনুকূলমুখে কিছুই সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না।

ভগবান্ কহিলেন—“বৎসে! যে পুণ্য বারিধারা দর্শন করিলে উহারই নাম কারণ-প্রবাহ।”

চিন্তাদেবী অন্তর্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, কমণ্ডলু পরিপূর্ণ ঐ বিশুদ্ধ তেজোময় বারি অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। স্রোতোবেগ, তরঙ্গমালা, আবর্ত্তসঙ্কুল কিছুই নাই, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থসমূহের বিভূতিগণ নিবাত নিকম্প ভাবে সেই জীবন-জলে ভাসমান রহিয়াছে। নিরন্তর বারি প্রস্রুত হইতেছে, এবং যাবতীয় বিভূতিও অনুরূপ ভাব সমস্তও অজস্র ক্ষরিত হইতেছে—কিন্তু কমণ্ডলুস্থ জল এবং তত্রত্য বিভূতি সমস্ত হ্রাস বৃদ্ধি পরিশূন্য হইয়া পূর্ণ এবং স্থির ভাবেই আছে।

চিন্তাদেবী ঐ কমণ্ডলুস্থ অতি শোভনা হরিদ্বর্ণা একটী বিভূতির প্রতি লক্ষ্য করিলেন—তাঁহার বোধ হইল, সেটী কারণ-বারিপ্রবাহে পতিত হইল এবং তথায় ক্রমশঃ আরক্ত এবং পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

উহা যেমন খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে তরঙ্গমালা উহার প্রতি আঘাত করিতে লাগিল, অমনি উহা দেখিতে২ পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করিল— উহাতে যুগ-পর্য্যায় হইতে লাগিল—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতার হইয়া গেল—এবং ক্ষণমধ্যেই বহুবিধ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং তিরোভাব সংঘটিত হইয়া মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইল, এবং মনুষ্যগণ উন্নতি-শীল হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ, নির্দ্দিষ্ট-ব্যবসায়ি এক-দেশবাসি-একধর্ম্মাদিগের দ্বারা মানবকুলের মঙ্গ-লোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। তাহারা মৈশরিক, হিন্দু, পারসীক প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইল। ইহারাই পৃথিবীর আদিম সভ্য, ইহাদের হইতেই পৃথি-বীর আদিম কালের উৎকৃষ্টতর ভাষা, উৎকৃষ্ট-তর ধর্ম্মপ্রণালী, উৎকৃষ্টতর শিল্পপ্রণালী, ও বহুবিধ শিল্প-কার্য্য ও দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হইল। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলেরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে জীবন ক্ষেপণ করিয়া বিবিধ কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিল।

তৎপরে অনির্দ্দিষ্ট-ব্যবসায়ি-একদেশবাসি-মানবগণ উন্নতির অবলম্বন হইল। ইহারা কাল যবন ও রোমক প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের হইতে হর্ম্ম্য-প্রণালী, চিত্র-প্রণালী, এবং অপরাপর বিবিধ শিল্প প্রণালীর, এবং রাজনীতি ও বহুবিধ দর্শনশাস্ত্রের

সমুন্নতি সংসাধিত হইল। ইহারই শাস্ত্রপ্রধান প্রকৃত ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা। এবং ইহারাই স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি প্রকৃত উদার গুণে বিভূষিত।

অনন্তর অনির্দ্দিষ্টব্যবসায়ি-বিভিন্ন-দেশবাসি-এক ধর্ম্মাদিগের দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলোন্নতি-সাধিত হইতে লাগিল। মহম্মদীয় দল, বায়ব্যক্রুষের উপাসকদল প্রভৃতিরাই সেই সকল লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীর জড় পদার্থ সকলকে মনুষ্যের আজ্ঞাবহ করিল; বহুবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া শিল্পবিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিল; এবং ভূমণ্ডলব্যাপক বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তার উদ্দেশে বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া দূরদেশে জলস্থলে গমনাগমনের সুন্দর উপায় করিল। পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ও আয়ুর্ব্বেদও ইহাদিগের হইতে বহুল পরিমাণে উন্নতি লাভ করিল। দর্শনশাস্ত্র সকলও ইহাদিগের সময়ে যেন নূতন শ্রী ধারণ করিল। ইহারা রাজনীতি শাস্ত্রের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া স্বাধীনতার প্রকৃত গৌরব বিস্তার করিল। ফলতঃ, মানবজাতির ক্ষমতা যেন অপার হইয়া উঠিবে, এরূপ প্রতীতি হইতে লাগিল।

তদনন্তর মানবকুলের উন্নতিসাধনে এ পর্য্যন্ত যে রূপ একধর্ম্মারাই গৃহীত হইয়াছিল, তাহা না হইয়া বিভিন্ন-দেশবাসি-বিভিন্ন-ধর্ম্মাদিগের গ্রহণের উপক্রম হইল, এবং সেই উপক্রমে ভারতীয় নরগণ সুপ্তোত্থিতের

ন্যায় প্রতীয়মান হইল।—চিন্তাদেবী এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন;—"অাদি শুভাশুভ ফল সমুদায় প্রকাশিত হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। জগতে ফলাফল প্রদান করা কর্ম্মদেবীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। ভক্তিমন্ত্র সমেত সোপহার পূজা দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করা আবশ্যক। কিন্তু যেমন বিপদ তদনুরূপ স্বস্ত্যয়ন বিধির বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাঁহার প্রসন্নতালাভের সম্ভাবনা নাই।"

ভগবান বিশ্বযোনির এই সকল বাক্য শুনিতে শুনিতেই চিন্তাদেবী আর্য্যপুরে উপনীতা হইয়াছিলেন।

ভগবান বেদব্যাস কহিয়াছেন;—

"এপুরাণ-গীত-গাথা করিলে শ্রবণ,
ভবিষ্য-বিষয়ে হয় সূক্ষ্ম-দরশন;
মাতৃ-হীন করে লাভ জননী ধরায়,
সোদর সহায়-হীন ভাই বন্ধু পায়।"

এই রূপে সে দিনের কথা শেষ হইলে ধৃতরাষ্ট্র সভাভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলেন।

ইতি ঊনবিংশ-পুরাণে স্বয়ম্বরাভাস পর্ব্বঃ

সমাপ্তঃ।